২৭ যিলকদ ১৪৩৯ হিঃ অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার লিখিত পুষ্পধারা

মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (৭ম অংশ)

হজ্বের সফরের বিভিন্ন সতর্কতা

হাজীদের নিজের তাবুতে অন্য কাউকে রাখা কেমন?

হজ্বের সফরে আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সতর্কতা

তাওয়াফের সময় সেলফি তোলা কেমন?

কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

কোন দিন কুরবানী করা উত্তম?

বাণী সমগ্রঃ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়ঃ

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

(ফয়যানে মদীনা মুযাকারা বিভাগ)

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	মুসাফিরের উপর কুরবানী করা কি ওয়াজিব?	২২
হজ্ব কখন ফরয হয়েছিল?	৩		
উট ও ঘোড়ার উপর আরোহন করে সফর করা	৪	কুরবানীর পশুর বয়স ধর্তব্য নাকি দাঁত বের হওয়া?	২২
হজ্বের সফরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে দামাদামী করা কেমন?	৫	পশুর দুই দাঁত বিশিষ্ট বা অধিক দাঁত বিশিষ্ট এটা চেনার উপায় কি?	২৫
		বড় পশুকে ছোট গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করানো কেমন?	২৫
হাজীদের নিজের তাবুতে অন্য কাউকে রাখা কেমন?	৮	কোন দিন কুরবানী করা উত্তম?	২৬
হজ্বে গমনকারী বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন সাবধানতা	৯	কোন বিশেষ মেশিনের মাধ্যমে পশু জবেহ করা কেমন?	২৮
হজ্বের সফরে আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সতর্কতা	১০	কুরবানীর পশুর লোম ও পশম ইত্যাদি কাটা কেমন?	২৯
তাওয়াফের সময় সেলফি তোলা কেমন?	১২	অযু বিহীন বা বেনামাযীর জবেহকৃত পশু	৩০
ইহরাম অবস্থায় নিজে নিজের চুল ঝরে গেলে তখন?	১৫	সম্মিলিত ভাবে কুরবানী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সতর্কতা	৩১
ঠান্ডা যমযমের পানি পান করা কেমন?	১৫	কাপড় অপবিত্র হয়ে গেলে তখন নামায কিভাবে আদায় করবে?	৩২
হারামইনে তৈয়্যবাইনের কবুতর উড়ানো কেমন?	১৭	জাহান্নাম হতে বাঁচার প্রার্থনা করা ও জান্নাত চাওয়ার গুরুত্ব	৩৪
হাজীগণের জন্য কুরবানীর পশু ক্রয় করার ক্ষেত্রে সাবধানতা	১৮	হায়! প্রত্যেক ঘরে যদি একজন আলীমে দ্বীন থাকত!	৩৫
কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?	২২		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হজ্বের সফরের বিভিন্ন সতর্কতা[১]

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত - ৭ম অংশ)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও এই রিসালা সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَاللّٰه জ্ঞানের এক অমূল্য ভান্ডার লাভ করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন: যে (ব্যক্তি) **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আমি তার উপর রহমত বর্ষন করি আর যে (ব্যক্তি) আপনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করে আমি তার প্রতি নিরাপত্তা বর্ষণ করি।[২]

---

(১) এই রিসালাটি হলো ২৮ যিলকদ ১৪৩৯ হিজরি মোতাবেক ১১ আগষ্ট ২০১৮ সনে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা (করাচী) তে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় লিখিত পুস্পধারা। (এই রিসালায় ২১ যিলকদ ১৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ৪টা আগষ্ট ২০১৮ইং তে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় কিছু অংশও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে) যেটাকে মদীনাতুল ইলমিয়ার বিভাগ- "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা" সুবিন্যস্ত করেছেন। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

(২) (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪০৭, হাদীস ১৬৬৪ দারুল ফিকির, বৈরুত)

www.dawateislami.net

বেকার গুফতগো সে মেরী জান চুট জা'য়ে,
হার ওয়াক্ত কাশ! লব পে দরুদো সালাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্ব কখন ফরয হয়েছিল?

প্রশ্ন: হজ্ব কখন ফরয হয়েছিল? ইসলামের পূর্বেও কি লোকেরা মক্কা মুকারামায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের জন্য আসতো?

উত্তর: হজ্ব নবম (৯) হিজরীতে ফরয হয়েছিল।[১] হজ্ব ফরয হওয়ার পূর্বেও কাবা শরীফের তাওয়াফ করা হতো এমনকি কাফেররাও কাবা শরীফের তাওয়াফ করতো। আর তাদের (তাওয়াফের) ধরণ এটাই ছিল যে, তারা উলঙ্গ হয়ে তালি বা শিশ বাজিয়ে তাওয়াফ করতো।[২]

---

(১) (দূররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার কিতাবুল হজ্ব, ৩/৫১৭)

(২) যেমনিভাবে- ৯ পারা সূরা আনফাল ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং কা'বার নিকট তাদের নামায নেই, কিন্তু শিশ ও করতালি দেয়াই। এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে কবীরে বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: কুরাইশরা উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতো এবং শিশ দিতো ও করতালি দিতো এই কাজ হয়তো তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে করতো যে, শিশ এবং করতালি দেয়াও ইবাদত অথবা এই দুষ্ট খেয়ালে করতো, তাদের বিশৃংখলার কারণে যেন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযে অসুবিধা হয়।
(তাফসীরে কবীর, পারা ৯, আনফাল, আয়াত ৩৫, ৫/৪৮১, দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত)

www.dawateislami.net

উট এবং ঘোড়ার উপর আরোহন করে সফর করা

প্রশ্নঃ আরব শরীফের পুরানো যুগের ভিডিওতে দেখানো হয়, যাতে কিছু লোক উট এবং ঘোড়ার উপর আরোহন করে সফর করতে থাকে, তখন কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলতো, আপনিও কি প্রথমবার হজ্ব করার সময় এই ভাবে সফর করেছেন বা এ রকম দৃশ্যবলী দেখে থাকলে বর্ণনা করুন?

উত্তরঃ উট, ঘোড়ার এবং পায়ে হেঁটে সফর করার দৃশ্যাবলী ১৯৬৭ সালেরও পূর্বে ছিল অন্যদিকে হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ আমার প্রথম উপস্থিতি ১৯৮০ সালে হয়েছিল। এ রকম বাহন মদীনার রাস্তায় দেখেছি কিনা স্মরণ নেই। সম্ভবত ঐ সময় ঐ বাহনগুলোর উপর আইনানুগ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। এখন তো উট ও ঘোড়ার উপর আরোহন করে সফর করার কল্পনাও করা যায় না আর এই আইন বুঝেও আসছে কেননা যানবাহনের যানজট এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এতে যদি কোন উট বা ঘোড়া হঠাৎ কোন গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হলে তখন দূর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেহেতু এরা প্রাণি, এই জন্য ট্রাফিক আইনও তাদের উপর প্রয়োগ হবে না।

অতঃপর এই প্রাণির মল ও গোবর ইত্যাদিও রাস্তায় করে থাকে তাদের সহজে চলার জন্য বালুময় জমির প্রয়োজন, যে প্রাণি বালুময় জমিতে দ্রুত চলতে পারে বিশেষ করে উটকে তো মরুভূমির জাহাজ বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে অন্যান্য গাড়ীর জন্য পাকা সড়ক হওয়া চাই। আর এভাবে ঐ বাহন সমূহের

www.dawateislami.net

পরস্পর সামঞ্জশ্য কঠিন হয়ে যাবে। যাহ হোক এইভাবে অনেক আইন কানুন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। যতক্ষন পর্যন্ত তা শরীয়াতের পরিপন্থী হবে না তার উপর আমল করা উচিত। হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর উপর কঠোরভাবে আমল করানো হয়ে থাকে। অথচ আমাদের এখানে এভাবে আমল করা হয় না। জশনে বিলাদত এবং জুলুসে মিলাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উট এবং ঘোড়া ইত্যাদিকে রাস্তায় বের না করার উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে। এরপরও লোকেরা ঐ প্রাণিকে রাস্তায় নিয়ে আসা হয়, অথচ চমকিত হয়ে বা দ্রুত চলাতে এটা মানুষকে পিষ্ট করে ক্ষতি সাধন করতে পারে। রাস্তায় মল এবং প্রস্রাব করে থাকে, যার ফলে দূগন্ধ ছড়াতে থাকে। সড়ক পাকা হওয়ার কারণে প্রস্রাব ইত্যাদিকে জমিন শোষণ করে নিতে পারে না। যার ফলে মানুষের কাপড়ে প্রস্রাবের ছিটা, আর ঐ কাপড় নাপাক হয়ে যায়। কাপড় নাপাক হয়ে যাওয়ার ফলে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এটিতো প্রাণি, সে তো বুঝতে পারে না সুতরাং তাকে সঙ্গে নিয়ে আসা (ব্যক্তিকে তো বুঝতে হবে) ব্যক্তির তো বুঝা উচিত।

হজ্বের সফরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে দামাদামী করা কেমন?

প্রশ্নঃ হজ্বের সফরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে দামাদামী করা কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তর: হজ্বের সফরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র দামাদামী না করা উত্তম।[১] হাজীদের উচিত, উত্তম বিষয়ের উপর আমল করা এবং হজ্বের সফরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে দামাদামী না করা, যদিও বিক্রেতা অতি আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়ে মুসকি হাসে যে, আমি তাকে চড়া দামে বিক্রি করে তাকে প্রতারিত করেছি, অথচ এটা বিক্রেতার ভুল। যেহেতু এটা হজ্বের সফরের সম্পৃক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করা, আর তাও **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক গলীসমূহে সাথে, এজন্য এখানে প্রতারিত হয়ে যাওয়াটাও মঞ্জুর।

মুঝে যেহের দেনে ওয়ালে বড়ে কম নযর হে আক্বা,
তেরে নাম পর পিলাতে তো কুছ আওর বাত হোতি।

যদি কেউ অতিরিক্ত ভাড়া চায়, তবে হাজীদের উচিত, তর্কাতর্কি না করে এবং নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরি করা যে, যেখানে লক্ষ টাকা খরচ করেছি সেখানে একশত পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করার দ্বারা কোন প্রভাব পড়বে না। অথচ হারামাইন তৈয়্যবাইন زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ নেকীর কাজে ব্যয় করার সাওয়াব ও নিজের দেশের চেয়ে বেশি হেরেম শরীফে মধ্যে একটি নেকীর সাওয়াব এক লক্ষ হয়। এভাবে একটি

(১) আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে মূল্য (কম) নিধারণের জন্য দর কষাকষি করা উত্তম। বরং সুন্নাতের সমান। এই জিনিসগুলো যা হজ্বের সফরের জন্য ক্রয় করা করছো। (এই হজ্বের সফরের ক্রয়কৃত বা ক্রয় করার ক্ষেত্রে) উত্তম হলো এটাই যে, যা চাই বা বিক্রেতা যা চাই দিয়ে দাও।

www.dawateislami.net

গুনাহের শাস্তি এক লক্ষ হয়ে থাকে।[১] এ ছাড়াও হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মিসকিনদের জন্য ব্যয় করাও নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করুন। বরং তার কাছ থেকে চড়া দামে জিনিস ক্রয় করা। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যদি কোন ফকির (অর্থাৎ গরীবও মুখাপেক্ষী) হতে কোন জিনিস ক্রয় করে তাহলে এই কথার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই যে, অতিরিক্ত অর্থ চাওয়াকে সহ্য করে এবং সহজ ভাবে মেনে নিয়ে এই অবস্থায় ও এটা এই দয়াকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে।[২] অতএব প্রত্যেক জায়গায় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গরীবদের কাছ থেকে চড়া দামে ক্রয় করে নেওয়া চাই। যেমন কোন ব্যক্তি ১০০ টাকার মূলের জিনিস বিক্রি করছে আর একই জিনিস কোন গরীব ব্যক্তি ২৫০ টাকা বিক্রি করছে, তখন এই গরীব ব্যক্তি হতে এই নিয়তে ২৫০ টাকা দিয়ে জিনিসটি ক্রয় করে নিতে পারেন যে, হতে পারে সকালে এই গরীবের ঘরে নাশতা খাওয়ায় জন্য কিছু ছিল না সে ক্ষুধার্ত হিসাবে এসেছে সুতরাং তার চাড়া দামে জিনিস ক্রয় করে নিই, যাতে সে এবং তার বাচ্চারা দুপুরে কোন ভাল খাবার খেতে পারে। চড়া দাম জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে বিক্রেতাকে এটা বলবেন না যে, অধিক মূল্য বলে আমাকে ধোঁকা বানাচ্ছো অথচ আমি সব

(১) (মিরাতুল মানাজিহ ১/১৪৭)
(২) (ইহইয়াউল উলুম ২/১০৩)

www.dawateislami.net

বুঝি এবং আমি শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমার কাছ থেকে চড়া দামে জিনিস ক্রয় করছি তা এভাবে বলার দ্বারা তার অন্তরে কষ্ট পেতে পারে। বরং সহজ সরল ভাবে এবং অপরিচিত মনে করে ক্রয় করুন, এতে তার অন্তর খুশি হয়ে যাবে।

হাজীদের নিজের তাবুতে অন্য কাউকে রাখা কেমন?

প্রশ্নঃ হজ্বের সময় কি হাজী নিজের হোটেলের কক্ষে এবং মিনা বা আরাফার তাবুতে অন্য কোন হাজীকে রাখতে পারবে?

উত্তরঃ হজ্বের সময় হাজীগনকে হোটেলের মধ্যে কক্ষ এবং মিনা ও আরাফার তাবুতে থাকার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। যার মধ্যে অসংখ্য হাজী অবস্থান করে অর্থাৎ হোটেলের এক কক্ষে মধ্যে পাঁচজন এবং মিনা ও আরাফার তাবুতে কমপক্ষে ২০ জন হাজী অবস্থান করে। যদি কোন হাজী নিজের কক্ষে বা তাবুতে অবস্থান কারী সম্মানিত হাজীগণ ছাড়া অপর কোন হাজীকে নিজের সাথে অবস্থানের জন্য নিয়ে আসে তখন অন্যান্য সম্মানিত হাজীদের এ কারণে কষ্ট আসতে পারে। আর এ ব্যক্তি তাদের হক (অধিকার) ধ্বংস করার কারণে গুনাহগারও হবে সুতরাং কোনও হাজীর জন্য অপর কে নিজের কক্ষের মধ্যে অবস্থান করানো জায়েয নেই। যদিও উভয়ের মুয়াল্লিম এক জনই হোক। কেননা কক্ষের মধ্যে সদস্য সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ার দ্বারা কষ্ট হতে পারে। এমন কি হোটেল এবং তাবুর কর্তৃপক্ষ কোন হাজীকে কক্ষ দেওয়ার পূর্বে তার সফর সঙ্গীদের

www.dawateislami.net

সংখ্যা জেনে নেয়। অতঃপর ঐ হিসাবে অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। যদি কোন হাজী কোন এরকম হাজীকে নিজের সাথে রাখার চেষ্টা করে যার ভাড়াই আদায় করা হয়নি, তবে সে মারাত্মক গুনাগার হবে।

হজ্বে গমনকারী বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন সাবধানতা

প্রশ্নঃ বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার কক্ষে বা তাবুতে চলে যায়। এই অবস্থায় ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে কি সতর্কতা অবলম্বন করা চাই?

উত্তরঃ যখন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হজ্বে গমন করেন তখন লোকজন দলে দলে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে, যার কারণে তার কক্ষে বা তাবুতে অনেক ভিড় হয়ে থাকে। ফলে এই কক্ষে বা তাবুর মধ্যে অবস্থানরত অন্যান্য সম্মানিত হাজীদের খুব কষ্ট হয়ে যায়। এখন তো না সে নিজের ব্যক্তিগত ইবাদত করতে পারে আর না নিজে আরাম করা সম্ভব হয়। সুতরাং ঐখানে অবস্থানরত সম্মানিত হাজীদের উচিত যে, সে যথাসম্ভব কোন অপর হাজীর কক্ষে বা তাবুর মধ্যে গমন না করা আর বিশেষ ব্যক্তিকে এরকম কোন পন্থা বের করা চাই যেন তাঁর কাছে কম কম লোক (আসুক) আসে। যাতে তার সাথে অবস্থানরত অন্যান্য সম্মানিত (হাজীদের) হাজীরা কষ্টের শিকার না হয়। সম্ভবত একজন দুজন করে মেহমানেরা এসে সাক্ষাৎ করার দ্বারা কষ্ট হবে না। কিন্তু আগত ব্যক্তি বা আগমন কারীদের ভীড় করে রাখারও উচিত নয়। আর কোন সময় ভীড়ের কারণে

www.dawateislami.net

বান্দার হক নষ্ট হওয়ায় সম্ভবনা থাকে। বিশেষকরে মিনাও আরাফার মধ্যে হয় কেননা, ঐখানে তাবুর মধ্যে অবস্থান কারীদের কে নিদিষ্ট পরিমান পানি দেয়া হয় এবং তাদের বাথরুমও নিদিষ্ট হয়ে থাকে। যদি ঐ বিশেষ ব্যক্তির সাথে অধিক সংখ্যক সাক্ষাৎ কারী ঐ তাবুর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য সম্মানিত হাজীদের কষ্ট হয়ে যাবে। আর তাদের ইস্তিন্জা ও অযু করতে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যাবে।

হজ্বের সফরে আমীরে আহলে সুন্নাত এর বিভিন্ন সতর্কতা

যখন আমার হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো তখন আমি ইসলামী ভাইকে এটাই বলেছি যে, **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তে আমার অবস্থান যে তাবু বা হোটেলে আমি অবস্থান করি তার ঠিকানা কাউকেও দেয়া যাবে না। যদিও অনেক মুহাব্বাতকারী সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু আমার বান্দার হক নষ্ট হওয়ার খুব ভয় থাকে। যদি আমাকে মুহাব্বাত কারীরা আমার তাবু বা হোটেলের ঠিকানা জেনে যায় তাহলে ঐখানে অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে এবং অনেক সম্মানিত হাজীর কষ্টও হবে। হয়ত সে মুখ দিয়ে নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করবে না। কিন্তু মনে মনে খারাপ মনে করবেন, জানি না কেমন মানুষ, আমাদেরকে কষ্টে ফেলে নিজে লোকদের ভিড়ের মাঝে শান্তিতে বসে আছে। এমন কি যদি সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যাপারে জানে তবুও তার ব্যাপারেও ভালো অভিমত পোষণ করবে না। মিনা এবং আরাফায় তো অনেক

www.dawateislami.net

বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, কেননা ঐখানে তাবুর মধ্যে পুরুষের সাথে সাথে মহিলাও থাকেন এবং আমরা তাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করে মাঝখানে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে থাকি। যদি অধিক ইসলামী ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে, তবে পর্দার (মধ্যে উপস্থিত) ইসলামী বোনদের কষ্ট হয়ে যাবে। আর তাদের পর্দার ক্ষেত্রে কষ্ট অনুভব হবে। হোটেলে বা তাবু ছাড়া অন্য কোন স্থানেও সাক্ষাৎ করার জন্য বসতে পারি না কেননা, ঐখানেও ভিড় লেগে যাওয়ার আশংঙ্কা থাকে যার দ্বারা আসা যাওয়ার রাস্তায় অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং এটাও সম্ভব নয়। লোকদের ভিড়ের কারণে ঐখানে অবস্থানরত পুলিশেরা কাউকে এক জায়গায় একত্রিত ভাবে বসতে দেয় না বরং হজ্বের সময়ও। কেননা অনেক লোকজন জড়ো হয় এ কারণে ঐখানে স্থায়ী বসিন্দাদের জন্য হজ্ব করার ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছেন। অতুবা আগে চারিপাশের অঞ্চল বরং জেদ্দা থেকে অনেক লোক হজ্বের জন্য আসতো, যার ফলে অনেক ভিড় হয়ে যেতো কিন্তু এখন এর অনুমতি নেই। এ অবস্থায় যদি আমি ভিড়ে বসে যায় তবে অনেক সর্মস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং হজ্বের সফরে যে ইসলামী ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই সে আরাফার ময়দানে দোয়ার সময় সাক্ষাৎ করতে পারেন এখানে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় বা স্থানে সাক্ষাৎ এর দ্বারা কষ্ট হতে পারে।

www.dawateislami.net

তাওয়াফের সময় সেলফি তোলা কেমন?

প্রশ্ন: তাওয়াফের সময় অনেক লোক সেলফি বা মুভি (ভিডিও) বানিয়ে থাকে, যাতে জীবনের স্বরণীয় মুহূর্তগুলো রক্ষিত থাকে। তাদের এরকম করাটা কেমন?

উত্তর: স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সেলফি তোলাতে নিষেধ নেই। কিন্তু যেখানে একাগ্রতা এবং বিনম্রতা ও বিনয়ী হতে হয় যেমন, তাওয়াফের সময় মওয়াজাহা শরীফের সামনে উপস্থিত ইত্যাদি তখন ঐখানে সেলফি বা ভিডিও বানানো থেকে বিরত থাকা চাই। বরং মোবাইল ফোনের রিং টোনও বন্ধ করে দেয়া উচিত কেননা এটা বিনয় ও নম্রতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রথম প্রথমে হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মধ্যে ছবি তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। যে এরকম করতো তাকে গ্রেফতার করা হতো তখন পরিচালকগণ তার কাছ থেকে ক্যামরা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিত কিন্তু মোবাইল ফোন আসার পর হয়ত পরিচালনা কমিটিও হার মেনে নিয়েছেন। এখন কিছু লোক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও করা বা ছবি তোলাতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ্য দেখা যায় যে, এই ভিডিও করা বা ছবি তোলাতে ব্যস্ত ব্যক্তিরা কখনোও ইবাদতে একাগ্রতা খুঁজে পাইনা বরং তাওয়াফের মধ্যে, সাঈ, উকুফে আরাফা (আরাফায় অবস্থান) এবং অন্যান্য পছন্দনীয় জায়গায় ভিডিও করা বা ছবি তোলার করার দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশংঙ্কা রয়েছে। সে এভাবে ডানে বামে

www.dawateislami.net

অবস্থানরত মহিলা বা সুদর্শন যুবকের ও ভিডিও করা বা ছবির মধ্যে নিয়ে আসছে আর যদি এরকম নাও হয় যখন যতোটুকু সময় ভিডিও বা ছবি তৈরিতে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ সে ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথচ এই মোবারক সফরের এক একটি মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। বিশেষ করে তাওয়াফ তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বরং এটা এমন ইবাদত যা শুধু খানায়ে কাবার মধ্যে হয়ে থাকে। এই জন্য খানায়ে কাবায় উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য উত্তম হলো যে, নফল নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের স্থানে শুধুমাত্র তাওয়াফে নিজের সময় অতিবাহিত করবে।[১]

এই মোবারক সফরে তো নিজের গুনাহকে স্মরণ করে প্রতি কদমে লজ্জিত হওয়া এবং অনুশোচনা অনুভূত হওয়া, সবসময় শুধু এই ধারণা অন্তরে ও মস্তিষ্কে যেন গেথে যায় যে, এক পলাতক অপরাধী নিজের প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং তার কোনই মুহূর্ত আলাপ আড্ডা বা নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টার মধ্যে অতিবাহিত করা শোবা পাইনা। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ الله তো এই ধারণার কারণে এই মোবারক সফরের মধ্যে বাহণের উপর আরোহণ করা বা বসাকেও অপছন্দ করতেন, যেমন হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্ব করার জন্য বসরা হতে পায়ে

(১) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে হারামে বিভিন্ন নফল আদায়ের পরিবর্তে তাওয়াফ করাটাই উত্তম। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/৪৩৭)

www.dawateislami.net

হেঁটে চললেন। কেউ আরয করলেন: আপনি বাহনে আরোহন করলেন না কেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: পালাতক গোলাম যখন নিজের মুনিবের দরবারে মীমাংশার জন্য (ফিরে আসে) হয়। তখন তার কি বাহনে আরোহন করে আসা উচিত? **আল্লাহ**র শপথ! আমি যদি মক্কা মুয়াযযমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আগুনের স্ফুলিংগের উপর পায়ে হেঁটে চলে আসি তারপরও কম হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ الله এই মোবারক সফরের মধ্যে কি রকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল যে, পাঁয়ে হেঁটে তো দূরের কথা আগুনের স্ফুলিংগের উপর চলে আসাকে ও কম মনে করতেন। আফসোস! আমাদেরও তাদের উৎসাহের হতে কিছু অংশ যদি মিলে যেতো এবং তাওয়াফের মধ্যখানে কান্না করার, দৃষ্টি নত রেখে **আল্লাহ**র প্রেমিকের মতো কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা নসীব হয়ে যেত। মনে রাখবেন! তাওয়াফের সময় এদিক সেদিক অহেতুক তাকানো মাকরূহ।[২] সুতরাং দৃষ্টি নত রেখে মনে মনে দোয়া প্রার্থনা করে তাওয়াফ করুন, যে, এই মুহূর্ত জীবনে বারবার আসে না। কোটি মুসলমানদের মধ্য হতে আপনাকে **রব (আল্লাহ) তায়ালা** নিজের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাই এই মুহূর্তগুলোকে মূল্যায়ন করুন।

---

(১) (তাম্বিহুল মুগতারিন, ৪৯ পৃষ্ঠা)

(২) (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৭৪৫)

www.dawateislami.net

ইহরাম অবস্থায় নিজে নিজে চুল ঝরে গেলে তখন?

প্রশ্নঃ সাধারণত লোক ওমরা করার পর মাথা মুন্ডিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনি ওমরা আদায় করার পূর্বে মাথা মুন্ডিয়ে ফেললেন এর মধ্যে হিকমত কি?

উত্তরঃ আমি মাথা মুন্ডায়নি বরং ছোট করেছি কেননা হলক মাথার চুল মুন্ডানোর নাম। অথচ আমি মাথায় মেশিন বুলিয়েছি যাতে চুল ঝরে না যায়। যার চুল ঝরে যায় তার জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে চুল অবশ্যই ছোট করানো উত্তম। যাতে অযু ইত্যাদিতে পানি লাগার দ্বারা চুল না ঝরে। আর না হলে কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হবে। তবে দাঁড়ি শরীফের চুল ঝরে গেলে তাহলে দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠি হতে কম করার অনুমতি নেই। কেননা দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠি হতে বা হওয়ার পূর্বে কাটা না জায়িয ও হারাম। হ্যাঁ! যদি চুল নিজে নিজে ঝরে যায় বা অসুস্থতার কারণে সব চুল ঝরে যায় তাহলে কোন কাফফারা নেই। (কিতাবুল মানাসিক, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

ঠান্ডা যমযমের পানি পান করা কেমন?

প্রশ্নঃ হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ যমযম শরীফের পানির এয়ার কুলার লাগানো হয়েছে, যাতে ঠান্ডা এবং সাধারণ (পানি) উভয় রকমের পানি রয়েছে, এখন যিয়ারতকারীদের কোন পানি পান করা চাই?

www.dawateislami.net

উত্তর: যমযম শরীফ আরোগ্য ও বরকত মন্ডিত পানি কিন্তু যাদের ঠান্ডা পানি পান করার অভ্যাস নেই, তাহলে সে যমযমের পানি ও ঠান্ডা পান করবে না। আর না হলে সর্দি, কাশি, কফ, জ্বর এবং গলা খারাপের মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। হারামাইনে তৈয়্যবাইনে زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا প্রত্যেক জায়গায় (**A.C**) এসি চলতে থাকে এখন যিয়ারতকারীদের মধ্যে অনেক লোক এরকম (**A.C**) এসির অভ্যাসে অভ্যস্ত নয় বা যদি অভ্যস্ত হয় যখন (**A.C**) এসির শীতল স্থান হতে একবার উত্তপ্ত গরমে বের হয় তখন উত্তপ্ত গরম হতে সাথে সাথে (**A.C**) এসির মধ্যে চলে আসে। তাহলে এটা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। অতঃপর এর সাথে ঠান্ডা ঠান্ডা যমযমের পানি বা কোল্ড ড্রিংক পান করার দ্বারা অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে। যদি অসুস্থ না হয়, তবে কোন না কোন বিপদ আসবে, তা হলে এটাই যে, ঠান্ডা পানি পান করার দ্বারা বারবার প্রশ্রাব হয়। যেহেতু হারামাইনে তৈয়্যবাইন زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মধ্যে ইস্তিন্জা খানা ও অযু খানা দূরে হয়ে থাকে। সুতরাং মুল্যবান সময় ইস্তিনজা খানায় আসা-যাওয়াতে অতিবাহিত হয়ে যায়। এটাও হতে পারে যে, ইাস্তনজা খানায় যেতে যেতে কিছু ফোটা ও বের হয়ে যায় আর এই নাপাকি অবস্থায় দূর করতে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। ঠান্ডা পানি পান করা যার স্বভাব, সে ও হারামাইনে তৈয়ইয্যবাইন زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ঠান্ডা যমযমের পানি পান করার পরিবর্তে মিশ্রিত পানি পান করবে اِنْ شَآءَ الله অযু

www.dawateislami.net

দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে, ইবাদতের জন্য সময় ও মিলবে একাগ্রতা ও নসীব হবে।

হারামাইনে তৈয়্যবাইনের কবুতর উড়ানো কেমন?

প্রশ্নঃ লোকজন হজ্ব ও ওমরা করার জন্য গমন করে থাকেন, তখন ঐখানে হারামাইনে তৈয়্যবাইনর زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কবুতরদেরকে শষ্য দিয়ে থাকে। এই কবুতর শষ্য খেতে থাকে, তখন লোকজন এদের মধ্য দিয়ে গমন বা চলাচল করতে থাকে। যার ফলে ঐ কবুতরদেরকে বার বার উড়ে যেতে হয়। তবে এই কবুতরদেরকে বিরক্ত করা এবং কষ্ট দেয়া বলা যাবে কি?

উত্তরঃ যদি ঐ জায়গাটা এমন হয় যেখানে লোকজন চলাচল করে আর তাদের চলাচলের কারণে কবুতর একটু ভয় পেয়ে উড়ে যেতে থাকে কিন্তু পরে আবার এসে শষ্য খেতে থাকে। এজন্য একে কষ্ট দেয়া বলা যাবে না। হেরেম শরীফে কবুতরদেরকে আমি এভাবে দেখেছি যে, তারা এতো দ্রুত উড়ে না। অন্যান্য জায়গার কবুতর এর তুলনায় সেগুলো বাহাদুর হয়ে থাকে। কেননা এখানে তাদেরকে কেউ বন্দী করে না। আর না বিড়াল ইত্যাদি কোন প্রাণী তাদের উপর আক্রমন করতে দেখা গিয়েছে। এজন্য তাদের অন্তর বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। অথচ অন্যান্য জায়গায় কবুতর ভয় পেয়ে থাকে তাই সেগুলো তৎক্ষণাৎ উড়ে যায়।

হ্যাঁ! যদি কেউ তাদের বসতে এবং শষ্য খেতে না দেয় বার বার তাদের উড়িয়ে দেয়, তবে এতে তাদের কষ্ট ও বিরক্তির কারণ

www.dawateislami.net

হয়। এভাবে যদি সেখানে থেকে অতিক্রম করার কোন বিকল্প রাস্তা থাকে বা সেখান থেকে কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ ইচ্ছা করে এদের মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে থাকে। যাতে এরা উড়ে যায়, তার এরকম করা উচিত নয়। এটা এরকম যেমন: কোন ব্যক্তি খাবার খাচ্ছে, মধ্যখানে কোন ফোট পড়ে আর তাকে খাওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তার বিস্বাদ অনুভূত হয়। এভাবে হতে পারে, তাদের ও বিস্বাদ অনুভূত হয়। অতঃপর হারামাইনে তৈয়্যবাইনে زَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কবুতরদের আদব ও সম্মান কি রকম তা প্রত্যেক বিবেকবান লোক বুঝতে পারে।

হাজীগণের জন্য কুরবানীর পশু ক্রয় করার ক্ষেত্রে সাবধানতা

প্রশ্ন: সম্মানিত হাজীগণ হজ্বের শুকরিয়া আদায়ার্থে কুরবানী করে থাকে। তাই তাদের কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় কি সাবধানতা অবলম্বন করলে তাদের কুরবানী বিশুদ্ধ হয়ে যাবে?

উত্তর: সম্মানিত হাজীগণ হজ্বের শুকরিয়া আদায়ার্থে মিনায় কুরবানী করা। কিন্তু বর্তমানে এই সুন্নাতের উপর আমল করতে পারা যায় না। পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে মিনার মধ্যে কুরবানী করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। যেহেতু লক্ষ হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন। এই জন্য পরিচালনা কমিটি নিজেদের সহজতাকে পর্যবেক্ষন করে মুযদালিফায় জবেহ খানা প্রতিষ্ঠা করেন। মনে রাখবেন! হজ্বের শুকরিয়া আদায়ের

www.dawateislami.net

কুরবানী হেরেমের সীমার মধ্যে হওয়াটা ওয়াজিব। আরাফা শরীফ হেরেমের সীমার বাইরে অবস্থিত। আর মুজদালিফা হেরেমের সীমার ভিতরে রয়েছে। এজন্য জবেহ খানায় কুরবানী করার দ্বারা হেরেমের সীমার মধ্যে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হাজীগণদের কুরবানী পশু ক্রয় করার সময় অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা ঐখানে বড় পশু যেমন: উট পাঁচ বছর এবং গরু দুই বছরের খোঁজে পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে (দাড়ায়) থাকে। যদি হাজীদের মুজদালিফায় কুরবানী করার জন্য উপযুক্ত পশু পাওয়া না যায়, তবে ঐ হেরেমের সীমানায় অবস্থিত "সু'খে হালাকা" এর দিকে ফিরে গেলে ঐখানে কুরবানীর শর্ত অনুযায়ী পশু মিলে যাবে। অভিজ্ঞ লোকেরা সু'খে হালা'কা এর মধ্যে নিজের কুরবানীর পশু ক্রয় করে কুরবানী করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক হাজী সু'খে হালা'কা হতে পশু ক্রয় করার সন্ধান পায় না। মনে রাখবেন! হজ্বের শুকরিয়া আদায়ার্থের কুরবানী নিজের হাত দ্বারা করাটা নিরাপদ। অনেক হাজী তাদের কাফেলার লোককে হজ্বের শুকরিয়া আদায়ার্থে কুরবানীর টাকা জমা করিয়ে থাকেন। যদিও প্রত্যেক কাফেলার লোক বা ব্যক্তি চোর, পকেট মার এবং প্রতারক হয় না কিন্তু কিছু কাফেলার লোক কুরবানী করার পরিবর্তে কুরবানীর টাকা নিজেই খেয়ে নেয়। হাজীদের উচিত, কুরবানী নিজের হাত দ্বারা করবেন, বা অত'পর কোন আমানত দার এবং পরহেযগার কাফেলার লোককে অর্থ দিয়ে আপন কুরবানীর উকিল (প্রতিনিধি) বানিয়ে দিবে। হাজীগণ **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের মেহমান হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদেরকে উভয় হাতে হাতিয়ে দেয়া হয়। হজ্বের দিনগুলোতে ভাড়ার পরিমাণও বৃদ্ধি করে দেয়, যার কারণে হাজীগণকে কষ্টের সম্মূখীন হতে হয়। অন্যান্য দিনের মধ্যে মিনা হতে মসজিদে হেরম শরীফ পর্যন্ত ভাড়া দুই রিয়াল হয়ে থাকে। কিন্তু যখন হাজী মিনা হতে তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মসজিদে হেরেম শরীফে যায় তখন ভাড়া দুই রিয়াল থেকে বৃদ্ধি করে ২০ বা ৩০ রিয়াল করে দেয়া হয়ে থাকে।

এভাবে হেরেম শরীফের মধ্যে কুরবানীর পশু বিক্রেতা ঐ পশুদের সম্পর্কে এটা পরিপূর্ণ পশু এটা পরিপূর্ণ পশু বলতে থাকে। যা কুরবানীর শর্তসমূহের মধ্যে পড়ে না যেমন কুরবানীর শর্তের মধ্যে রয়েছে, পশুর কান ত্রুটিমুক্ত হওয়া আর যদি কান কাটাও হয় তখন এক তৃতীয়াংশ হতে বেশি কাটা না হলে কুরবানী হবে। আর এক তৃতীয়াংশের বেশি কান কাটা হলে কুরবানী হবে না কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং বিক্রেতা সম্ভবত বুঝেন যে, কান মুষ্ঠির মধ্যে আসা জরুরী এই কারণে যে, হেরেম শরীফের মধ্যে বিক্রেতা কান মুষ্ঠি করে ধরে ধরে দেখাতে থাকে। কিন্তু আসল মাসয়ালা হলো, যদি পশুর কান এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি কাটা হয় তবে কুরবানী হবে না।[১] মুষ্ঠি হতে কম বেশি হওয়া ধার্তব্য নয়।

(১) (দুররে মুখতার, ৯/৫৩৬ -৫৩৭)

www.dawateislami.net

এভাবে বিক্রেতা কম বয়সের পশুকেও এটা পরিপূর্ণ পশু প্রাপ্ত বয়স্ক বলে দেয়। কিন্তু প্রকাশ্যে বা প্রকাশ থাকে যে, কম বয়সি পশুকে পরিপূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক বলে দেয়াতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় না আর না হলে হেরেম শরীফে এরকম বলে দেয়াটা সত্যতার দলীল হতে পারে। সম্মানিত হাজীদের উচিত, বিক্রেতার কথা শুনার পরিবর্তে পশুর কান, লেজ এবং বয়স ইত্যাদি সবকিছু ভালোভাবে জেনে পশু ক্রয় করা যদিও কিছু মূল্য বেশি হয় দুই পয়সা বাঁচানোর জন্য নিজের কুরবানীতে দাগ লাগাবেন না। সাধারনত ত্রুটি যুক্ত অবস্থায় যদিও কুরবানী হয়ে যায় কিন্তু গভীর মনোযোগ দিন যে, যখন আমরা জীবনে ভালো থেকে ভালো খাবার খাই দামী থেকে দামী পোশাক পরিধান করি এবং দামী থেকে দামী গাড়ি ব্যবহার করে থাকি তবে **আল্লাহ**র পথে সবচেয়ে ভালো সুন্দর মূল্যবান পশুর কুরবানী কেন পেশ করবো না। **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সব কিছু মিলেছে। সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য বাজারের সবচেয়ে সুন্দর পশুকে ক্রয় করবেন এবং ক্রয় করার সময় তার বাজার মূল্যও কম দিবেন না। বরং মালিক যতো পয়সা চাই তার চেয়েও বেশি দিবেন। কিন্তু এই উৎসাহ এখন কোথায়! কিছু ধনী ব্যক্তি অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবন অতিবাহিত করছেন এমন কি তারা টয়লেট তৈরি করতে লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। কিন্তু **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় পয়সা দেয়ার সময় এরকম মনে হয় যেন তার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত: তো যাকাতই আদায় করছে না এবং যদি

www.dawateislami.net

দেয় তখন গরিবদেরকে খুব ভালো করে দেখে এবং অবজ্ঞার সাথে নিজেই আদান প্রদান করে নিঃসন্দেহে এ আচরণ একেবারে বিশুদ্ধ নয়।

কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

প্রশ্নঃ কুরবানী করা কার উপর ওয়াজিব?

উত্তরঃ ১০ই যিলহজ্বের সুবহে সাদিক হতে ১২ই যিলহজ্বের সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে যদি কোন বিবেকবান মুসলমান প্রাপ্ত বয়স্ক স্থায়ী বাসিন্দা এবং নিসাব পরিমান সম্পদের অধিকারী হয় আর এই সম্পদ তার ঋণ এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্যে নিমজ্জিত না হয় তাহলে এই অবস্থায় কুরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে।

মুসাফিরের উপর কুরবানী করা কি ওয়াজিব?

প্রশ্নঃ মুসাফিরের উপর কি কুরবানী করা ওয়াজিব?

উত্তরঃ যে শরয়ীভাবে মুসাফির, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

কুরবানীর পশুর বয়স ধর্তব্য নাকি দাঁত বের হওয়া?

প্রশ্নঃ এ রকম পশুর কুরবানী কি জায়েয যে কুরবানী পশুর বয়স পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার দাঁত বের হয়নি? কুরবানীর ঈদের (ঈদুল আযহার) সময় বিক্রেতা ক্রেতাদের কে বলে যে, আমার এই পশুর যদিও দাঁত উঠেনি কিন্তু এটা কুরবানী করার বয়স পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তখন ক্রেতা ঐ পশু ক্রয় করার জন্য

www.dawateislami.net

প্রস্তুত হয় না আর বলে যে, দাঁত উঠা আবশ্যক। যদি বিক্রেতা ঐ পশু অর্ধেক দামে বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখন ক্রেতা তা ক্রয় করে নেয়, তার এরকম করা কেমন?

উত্তরঃ যে কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে তার কুরবানী জায়েয যদিও তার দাঁত না উঠে। কুরবানী জায়েয হওয়ার জন্য উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর, গরু দুই বছর এবং ছাগল, ছাগী দুম্বা, দুম্বী এবং ভেড়া এক বছর হওয়া আবশ্যক। যা হোক যদি দুম্বা বা ভেড়া ছয় মাস বয়সের বাচ্চা এত বড় হয় যে, দূর থেকে দেখতে এক বছর বয়সের মনে হয় তখন তা দিয়ে কুরবানীও জায়েয। মনে রাখবেন! কুরবানী জায়েয হওয়ার জন্য পশুর বয়স পূর্ণ হওয়া জরুরী, দাঁত উঠা নয়। । কেননা যে পশু স্বাধীন ভাবে ঘুরে বিচরণ করে এবং চিবিয় চিবিয়ে ঘাস খেয়ে থাকে সে নিয়মিত দাঁত দ্বারা ঘাস টানতে থাকার কারণে নিজের কুরবানীর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দাঁত উঠে যায়। আর যে পশু বাধা অবস্থায় থাকে কোন সময় তার বয়স পূর্ণ হওয়ার পরও দাঁত উঠে না। পশুর বয়সের ব্যাপারে লোকজন বিক্রেতার উপর এই জন্য বিশ্বাস করে না যে, অধিক মিথ্যা এবং ধোকা দেয়ার কারণে বিক্রেতার উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গিয়েছে। কিছু বিক্রেতা পশুর কাটা লেজ টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেয়। আর যে রঙের পশুর পশম হয়ে থাকে টেপের উপরও ঐভাবে রং লাগিয়ে দেয় যার কারণে ক্রেতা এটা বুঝতে পারে না যে, পশুর লেজ কাটা আর যখন বেচারা ঘরে গিয়ে লেজ ধরে টানে তখন লেজের অংশ তার হাতে চলে আসে। এভাবে কিছু বিক্রেতা

www.dawateislami.net

পশুর দাঁত দেখাতেও ধোঁকা দিয়ে থাকে। যদিও সব বিক্রেতা ধোঁকাবাজ নয় কিন্তু লোক জন ঈমানদার বিক্রেতার উপর এই জন্য বিশ্বাস রাখেনা যে, দুধের তৈরি গরম মাঠা ফুঁক দিয়ে পান করে থাকে। যদি বিক্রেতা নেককার ব্যক্তি হয় এবং সে বলে যে, পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে, ক্রেতার এর উপর বিশ্বাস রয়েছে। সে এই পশুর যে বয়স বলেছে তাতে মিথ্যা বলেনি, তবে এই অবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ ক্রয় কৃত পশু দ্বারা কুরবানী করে নেয়, তাহলে তার কুরবানী হয়ে যাবে। যদিও দাঁত না উঠে। উত্তম হলো, কুরবানীর পশু চাই সেটা গরু হোক বা গাভী, চারটি দাঁত হওয়া চাই। গরু যদি চার দাঁত বিশিষ্ট হয় তবে তার মাংস সুস্বাদু হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে দুই দাঁতের রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। পশু ক্রেতারাও দুই দাঁতের দাবী করে থাকে এবং বিক্রেতা ও দুই দাঁত বিশিষ্টের আওয়াজ দিয়ে থাকে। কোন সময় পশুর আট দাঁত (অর্থাৎ বেশি বয়সের) হয়, কিন্তু বিক্রেতা ক্রেতাকে শুধু দুই দাঁতই স্পষ্ট করে দেখাই এবং বাকি দাঁত নিজের আঙ্গুল দ্বারা আঁড়াল করে রাখে এবং সাথে সাথে পশুর মুখ বন্ধ করে দয়ে। কথা হলো, পশুর কম বয়সের কারণে দাঁত উঠে না তখন লোকেরা তাকে অর্ধেক মূল্যে ক্রয় করে নেয় তখন এই অর্ধেক মূল্যে ক্রয়কারী সম্ভবত মাংস বিক্রেতা হবে যে এই পশুকে কুরবানীর জন্য নয় বরং জবেহ করে তার মাংস বিক্রি করার জন্য ক্রয় করেছে।

www.dawateislami.net

পশুর দুই দাঁত বিশিষ্ট বা অধিক দাঁত বিশিষ্ট এটা চেনার উপায় কি

প্রশ্নঃ পশুর দাঁত দুইটি বা অধিক হয় তা কিভাবে চিনতে পারবো?

উত্তরঃ পশু দুই দাঁত বিশিষ্ট নাকি অধিক দাঁত বিশিষ্ট, তা চেনার আলামত হলো, যেসব দাঁত ভালোভাবে উঠে নি তা সমস্ত ছোট দাঁত এক লাইনের মধ্যে সাদার মতো দেখা যায় এবং যে দাঁত উঠে গিয়েছে তা সাদা অংশ হতে কিছুটা সামনের অংশে সরে গিয়ে উঠে থাকে। আর জোড়া জোড়া হয়ে থাকে এবং তার উপর কিছুটা হলুদ বর্ণের হয়। যদি পশুর আটটি দাঁত বরাবরই দূর্বল হয়ে যায়, তবে তার আটটি দাঁত এক লাইনে দেখা যাবে। তার উপর হলুদ বর্ণের রংও দেখা যাবে। অনেক সময় পশুর দাঁত প্রত্যেকে চিনতে পারে না। সুতরাং পশু ক্রয় করার সময় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাথে রাখা খুবই ফলদায়ক।

বড় পশুকে ছোট গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করানো কেমন?

প্রশ্নঃ কুরবানী পশুকে বাজার থেকে ক্রয় করে ঘরে নেয়ার জন্য গাড়ি সমূহের প্রয়োজন হয়, কিছু লোক পয়সা বাঁচানো জন্য বড় পশুকেও ছোট গাড়ির মধ্যে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। যার ফলে পশুর অনেক কষ্ট হয়, আর অনেক সময় মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিসগুলো মানুষকে কষ্টও দূভোর্গ পৌঁছিয়ে থাকে এবং সে নিজে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে। প্রকাশ্য ঐভাবে যে, এসব জিনিস দ্বারা পশুদের ও কষ্টও হয়ে থাকে। সামান্য টাকার জন্য এভাবে বড় পশুকে ছোট গাড়ির মধ্যে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়া কোন কারণ ছাড়া পশুকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের উপর জুলুম করার মতো। পশুর উপর জুলুম করা মুসলমানের উপর জুলুম করার চেয়েও মারাত্মক। কেননা, মুসলমান তো প্রতিবাদ করবে আদালতে গিয়ে মামলা করবে এ ছাড়াও আরো অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু এই বোবা পশু কার কাছে গিয়ে অভিযোগ করবে।[১] মনে রাখবেন! মজলুম পশু বরং মজলুম কাফেরদেরও বদ দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যারা এ রকম করে সে যেন তাওবা করে নেয় এবং আগামীতে কখনো এমন আচরণ যেন না করে।

কোন দিন কুরবানী করা উত্তম?

প্রশ্নঃ ঈদের কোন দিন কুরবানী করা উত্তম?

উত্তরঃ ঈদের তিন দিনই কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম। ঈদের প্রথম দিন সম্ভবত কসাই বেশি টাকা নিয়ে থাকে, তখন কিছু সামান্য টাকা বাঁচানোর জন্য উত্তম আমলকে ছেড়ে ঈদের ২য় ও ৩য় দিন কুরবানী করে থাকে।

---

(১) পশুর উপর অত্যাচার করা বন্দী কাফেরদের উপর) (এখন দুনিয়ার সব কাফের খারাপ) অত্যাচার করা চেয়েও অধিক মন্দ বিষয় এবং বন্দীদের উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করার চেয়েও মারাত্মক। কেননা, পশুদের সহায়তা ও সাহায্যকারী **আল্লাহ পাক ছাড়া** আর কেউ নেই। **(দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৩)**

www.dawateislami.net

এই সামান্য টাকার কারণে এতো দামী পশু নেয়ার পরও প্রথম দিন কুরবানী করার ফযীলত পাওয়া হতে নিজেকে বঞ্চিত করে দিয়ে থাকে। প্রথম দিন কসাইয়ের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নেওয়া যদিও নফসের উপর ভারী মনে হয় কিন্তু আমাদের নিজেদের এই মনমানসিকতা তৈরি করা চাই যে, যে নেক আমল নফসের উপর যতো বেশি ভারী হবে, তার সাওয়াবও ততো বেশি প্রদান করা হবে।[১]

মনে রাখবেন! ঈদুল আযহার দিন পশু জবেহ করার চেয়ে উত্তম কোন কাজ নেই। সুতরাং কোন অপারগতা না হলে তো প্রথম দিনই কুরবানী করে নিবে, যদিও কিছু টাকা বেশি ব্যয় হয়। কিন্তু এটাকে ক্ষতি মনে করবেন না বরং এর প্রতিদান পরকালে প্রদান কৃত মহান সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। যদি কারো ঘরে ২য় ও ৩য় দিন দাওয়াতের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, এ কারণে সে প্রথম দিন কুরবানী করে নি। তবে সে চাইলে প্রথম দিন কুরবানী করে তার মাংস ফ্রিজে রেখে দিন এবং পরের দিন দাওয়াতে ব্যবহার করতে পারেন। কেননা দু'দিনের মধ্যে স্বাদে বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। শুধু নফসের স্বাদের জন্য প্রথম দিন কুরবানী করে অধিক সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং ব্যর্থতা যেভাবে ব্যবসায়ী সম্পদের লাভের উপর দৃষ্টি রাখে ঐভাবে প্রত্যেক মুসলমানদের

(১) হযরত সায়িদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াতে যে আমল যতো বেশি পালন করা কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন মিযানের আমলের মধ্যে ততোটুকু ভারী হবে। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

উচিত যে, ঐ সম্পদ লাভের চেয়ে অধিক নেকীর দিকে দৃষ্টি রাখা আর এজন্য চেষ্টাও করতে থাকবে।

কোন বিশেষ মেশিনের মাধ্যমে পশু জবেহ করা কেমন?

প্রশ্নঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছোট পশুদেরকে জবেহ করার জন্য বিশেষ মেশিনের দ্বারা আকড়ে ধরা হয়, যাতে রশি দ্বারা বাঁধা এবং পাকড়াও করার কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। এ রকম করা কেমন?

উত্তরঃ গরু এবং দুম্বা ইত্যাদিকে বিশেষ মেশিনের মাধ্যমে আকড়ে ধরে পশু জবেহ করাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু একটি সুন্নাত বাদ পড়ে যায়। সেটা হলো, জবেহকারী নিজের ডান পা পশুর গর্দানের ডান অংশের উপর রাখবে এবং জবেহ করবে। অবশ্য এই বিশেষ মেশিন দ্বারা আকড়ে ধরে জবেহ করার দ্বারা একটি লাভও হয় বা উপকার ও হয় যে, পশু অনেক অপ্রয়োজনীয় কষ্ট পাওয়া থেকে বেঁচে যায়। যেমন, কিছু লোক গরুকে উঠিয়ে হেচড়াতে থাকে বা পাথর যুক্ত জমিতে ফেলে জবেহ করে। যা নিঃসন্দেহে বিনা প্রয়োজনে ছাড়া কষ্ট দেয়ার মতো, কিন্তু বিশেষত এই বিশেষ মেশিন দ্বারা আকড়ে ধরার মাধ্যমে শয়ন করাতে এই উভয় কষ্ট হয় না। এমনকি এই বিশেষ মেশিনের আকড়ে ধরার অবস্থা এমন যে, পশুদেরকে শয়ন করিয়ে পেটের উপর থেকে আকড়ে ধরা হয়ে থাকে এবং পা সমূহ মুক্ত থাকে, তবে এটা চিকিৎসকদের মতে ভাল। এইজন্য যে, পশু যতো বেশি হাত পা নড়াচড়া করে ততোই বিষাক্ত রক্ত শরীর থেকে

www.dawateislami.net

প্রবাহিত হয়ে যায়। যাই হোক বিশেষ মেশিন দ্বারা জবেহ করা বা রশি দিয়ে বেঁধে পশুকে অহেতুক কষ্ট দেয়ার কোন অনুমতি নেই। যে ব্যক্তি গরুর ঘাঁড় আলাদা করে দেয় বা বড় পশুকে ছোট চুরি দিয়ে আঘাত করে রগ সমূহ কেটে দেয় বা জবেহ করার পর হাড়ের উপর চুরি চালাতে থাকে, তবে তাকে এটা থেকে বাঁচানো আবশ্যক। **আল্লাহ** না করুক, আমার ইন্তেকালের পর এই পশুটি আমার উপর নিয়োজিত করে দেয়া হয়, তবে আমার কি অবস্থা হবে?

কুরবানীর পশুর লোম এবং পশম ইত্যাদি কাটা কেমন?

প্রশ্নঃ কুরবানীর কতিপয় পশুর শরীরে অনেক বড় বড় লোম থাকে। তাদের জবেহ করার সময় যদি কষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি তাদের লোমগুলো কাটাতে পারবে? যদি কেউ তাদের লোম কাটে, তাহলে ঐ লোমের হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর লোম এবং পশম প্রভৃতি কাটা মাকরুহ। যদি কেউ লোম বা পশম ইত্যাদি কেটে দেয়, তাহলে ঐ জিনিসগুলো না নিজে ব্যবহার করতে পারবে এবং না কোন ধনীকে দিতে পারবে। বরং ঐ লোম এবং পশম ইত্যাদি কে কোন শরয়ী ফকিরকে সদকা দিয়ে দিবে।[১] এই কথাই রয়ে গেল, জবেহ করার সময় কষ্ট হলে তখন তার জন্য সারা শরীরের লোম কাটা তো দূরের কথা গলার লোমও কাটার

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১৫তম অংশ, ৩/৩৪৭)

www.dawateislami.net

প্রয়োজন নেই, বরং গলার উপর পানি ইত্যাদি ঢেলে জায়গা বানানো (তৈরি করা) যেতে পরে।

অযু বিহীন বা বেনামাযীর জবেহকৃত পশু

প্রশ্নঃ কসাই সাধারণত অযু বিহীন, বেনামাযী এবং দাঁড়ি মুণ্ডনকারী হয়ে থাকে তবে তার দ্বারা জবেহ করানোটা কি জায়েয হবে? এছাড়া পশু জবেহ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মাদানী ফুলও বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ পশু জবেহ করার জন্য অযু সম্পন্ন, নামায আদায়কারী এবং দাঁড়ি থাকা শর্ত নয়, এজন্য যদি দাঁড়ি মুণ্ডনকারী অযু বিহীন এবং বেনামাযী ব্যক্তিও যদি পশু জবেহ করে তা হলেও পশু হালাল হয়ে যাবে। ❀ জবেহকারী পুরুষ হওয়াও শর্ত নয়, মহিলা বা বুদ্ধিমান বাচ্চাও জবেহ করতে পারবে। অবশ্য যে জবেহ করবে, তার জবেহের সময় **আল্লাহ পাকের** নাম নেওয়া জরুরী।[১] ❀ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে **আল্লাহ পাকের** নাম ছেড়ে দেয়, যেমন: দুই ব্যক্তি মিলে জবেহ করছিল এক জন এইটা মনে করে **আল্লাহ পাকের** নাম নেইনি, অন্য জন হয়ত বলেছে, আমার বলাটা আবশ্যক নয়। তখন পশুটা মৃত হয়ে যাবে।[২] ❀ জবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر শব্দাবলী বলা উত্তম, শর্ত নয়। এজন্য যদি কেউ শুধু **আল্লাহ** শব্দ বলে ছুরি

(১) (দুররে মুখতার, ৯/৪৯৬)

(২) (দুররে মুখতার ৯/৫০৪)

www.dawateislami.net

চালিয়ে দেয় তাহলেও পশু হালাল হয়ে যাবে।[১] ❀ যদি ভুলে যাওয়ার কারণে **আল্লাহ পাকের** নাম না নেয়, তবুও পশু হালাল হয়ে যাবে।[২]

সম্মিলিত ভাবে কুরবানী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সতর্কতা

প্রশ্ন: সম্মিলিত ভাবে কুরবানীকারীদের উপর কি শরয়ী যিম্মাদারী প্রয়োগ হবে কি?

উত্তর: সম্মিলিত ভাবে কুরবানী মাসয়ালা সমূহ অনেক জটিল ও কঠিন। তাই সম্মিলিত ভাবে কুরবানী কারীদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন এর সাথে সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাসয়ালা শিখে বা অতঃপর উলামায়ে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام এর প্রদর্শিত পথে পরিপূর্ণ অনুসরণ করে কুরবানী করবেন। দূভাগ্য বশতঃ লোকেরা সম্মিলিত ভাবে কুরবানী করাকে একটি ব্যবসায় পরিণত করে ফেলেছে। কিছু প্রতিষ্ঠান উলামায়ে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দিক নিদের্শন নেয়া ব্যতিত সম্মিলিত ভাবে কুরবানী করছে। আর নিভীর্কভাবে ভূল করে লোকদের কুরবানী সমূহ নষ্ট করতে বসেছে। প্রত্যেকের পরকালের আযাবের ভয় থাকা চাই এবং শরীয়তের শর্তাবলী পাওয়া অবস্থায় সম্মিলিত ভাবে কুরবানীর মধ্যে হাত দেয়া উচিত। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্মিলিত ভাবে কুরবানী দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নির্দেশনার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

---

(১) (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/ ২৮৫)

(২) (হিদায়া, ২/৩৪৭)

www.dawateislami.net

দেশে এবং বহিবির্শ্বে সম্মিলিত ভাবে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ কারী যিম্মাদারদের প্রথমে মুফতীয়ানে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর প্রশিক্ষণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ কারীদের পরিক্ষা হয়। আর যে পরিক্ষায় কৃতকার্য হয় তবে তাকেই মাদানী মারকায এর পক্ষ থেকে সম্মিলিত ভাবেকুরবানী করার অনুমতি দেয়া হয়। এমন কি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত-এর পক্ষ থেকে সম্মিলিত কুরবানী মাদানী ফুল নামে এক রিসালাও প্রকাশিত হয়েছে।

কাপড় অপবিত্র হয়ে গেলে তখন নামায কিভাবে আদায় করবে?

প্রশ্নঃ গরুর বাজারে বেপারীদের কাপড় অধিকাংশ সময় অপবিত্র হয়ে যায় এবং অন্য কোন পবিত্র কাপড় না থাকায় যদি সে কাপড়কে পবিত্র করতে যায় তখন পশু চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এ অবস্থায় সে নামায কীভাবে আদায় করবে?

উত্তরঃ যেসব লোক এ ধরণের কাজ করে থাকে যাতে তাদের কাপড় পবিত্র থাকে না। যেমন, তারা মহিষ লালন পালন করে বা বিক্রি করে এবং পশুর প্রস্রাবের ছিটা বা গোবর তাদের কাপড়ে লেগে যায়, বা ঐ পশু জবেহ করতে এবং রক্ত লেগে যাওয়ার কারণে তাদের কাপড় অপবিত্র হয়ে যায়। তবে তাদের উচিত, তারা নিজের সাথে পলিথিনে এক জোড়া অতিরিক্ত পবিত্র কাপড় রাখবে, যা দিয়ে নামাযের সময় পরিধান করে নামায আদায় করতে পারে। বিশেষ করে ঈদুল আযহার সময় কেননা

www.dawateislami.net

এই দিন কসাই ইত্যাদি কাপড় নাপাক হওয়া ব্যতিত থাকে না। এমন কি পবিত্র কাপড় জোড়ার সাথে একটি লুঙ্গিও রাখবেন, যাতে কোন উপযুক্ত জায়গায় সেটার আড়াল করে কাপড় পাল্টাতে পারে। লুঙ্গি রেখে তাকে পলিথিনের থলেতে নিয়ে নিবে এবং তাকে ভালো ভাবে বেঁধে দিবে।

মনে রাখবেন! নামায হলো ফরয, যা সর্বাস্থায় আদায় করা আবশ্যক। কোন ব্যবসায়ী বা কসাই এর কাপড়ে নাপাকি লেগে যাওয়ার কারণে নামায মাফ হবে না। সুতরাং তার উচিত, নামায ঐ সময় আদায় করার চেষ্টা করা **আল্লাহ** না করুক যদি কোন বেপারী/ ব্যবসায়ী বা কসাই এর পশুর রক্ত বা প্রস্রাব ইত্যাদির দ্বারা এলার্জি হয়ে যায় তবে সে নিজের সাথে এক জোড়া নয় বরং কয়েক জোড়া পরিষ্কার কাপড় রাখবে। আর যথা সম্ভব নিজের কাপড় নাপাকী হতে বাঁচিয়ে রাখবে। যেখানে সামান্য রক্ত বা প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সাথে সাথে কাপড় পরিবর্তন করে নিন। যাতে এলার্জির কারণে খোস পাঁচড়া শুরু না হয়ে যায়। এটা দুনিয়াবী খোস-পাঁচরা, যখন এটা সহ্য করা অনেক কঠিন তবে যদি নামায আদায় না করার অপরাধে কিয়ামতের দিন চুলকানীর শাস্তি প্রদান করা হলে তখন কি হবে? মনে রাখবেন! দোযখের হালকা হতে হালকা শাস্তিও কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। তবে এই ভয়াবহ শাস্তি হতে মুক্তির জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন এবং সময় মতো নামায আদায় করার চেষ্টা করুন।

www.dawateislami.net

জাহান্নাম হতে বাঁচার প্রার্থনা করা এবং জান্নাত চাওয়ার গুরুত্ব

প্রশ্ন: দোয়ার মধ্যে জান্নাতের প্রত্যাশা করা এবং জাহান্নাম হতে বাঁচার প্রার্থনা করার কি কোন মর্যাদা রয়েছে?

উত্তর: **আল্লাহ পাকের** নিকট জান্নাতের প্রত্যাশা করা এবং জাহান্নাম হতে বাঁচার প্রার্থনা করা সুন্নাতে মোবারাকা। যেমনিভাবে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে দীর্ঘ দোয়ার মধ্যে এই বাক্য ও উদ্ধৃতি করেন:

وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ اِلَيْهَامِنْ قَوْلٍ وَّعَمَلٍ وَّاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَاقَرَّبَ اِلَيْهَامِنْ قَوْلٍ وَّعَمَلٍ

অর্থাৎ **হে আল্লাহ!** আমি তোমার নিকট জান্নাত এবং জান্নাতের নিকটবর্তীকারী আমল সমূহের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম এবং তার নিকটবর্তীকারী আমল সমূহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১] সুতরাং আমাদের ও উচিত, প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার করে **আল্লাহ পাকের** নিকট জান্নাত লাভের এবং দোযখ হতে বাঁচার দোয়া প্রার্থনা করা। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট তিন বার জান্নাতের প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত বলে; **হে আল্লাহ**! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং যে তিনবার জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে তখন জাহান্নাম বলে; **হে আল্লাহ**! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো।[২]

---

(১) (ইবনে মাযাহ, ৪/২৭১, হাদীস: ৩৮৪৬)

(২) (তিরমিযী, ৪/২৫৭ হাদীস ২৫৮১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার দোয়া আরবী ভাষায় করা আবশ্যক নয়। নিজের মাতৃভাষায়ও এই দোয়া প্রতিদিন তিনবার করে করুন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله বর্ণনাকৃত ফযীলত অর্জন হয়ে যাবে।

হায়! প্রত্যেক ঘরে যদি একজন আলীমে দ্বীন থাকত!

প্রশ্ন: আপনি নিজের আকাংখাকে প্রকাশ করে থাকেন, আফসোস! প্রত্যেক ঘরের মধ্যে একজন আলীমে দ্বীন হতো, যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে, তাহলে সে তার আকাংখাকে কিভাবে পূর্ণ করবে?

উত্তর: যদি কাউকে **আল্লাহ পাক** কন্যা সন্তান দ্বারা ধন্য করেন, তবে তাকে আলীমা বানালে তখন আমার ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। একজন বাচ্চাকেই হাফেজে কুরআান এবং আলীমে দ্বীন বানানোর পরিবর্তে উত্তম হলো, সকল বাচ্চাকেও হাফেজে কুরআন এবং আলীমে দ্বীন বানানোর চেষ্টা করবেন। পিতা মাতার বয়স তো অনেক হয়ে গিয়েছে এখন নিজেই হাফেজে কুরআন বা আলীমে দ্বীন হতে পারবে না। তখন নিজের সন্তানকেও হাফেজ ও আলীম বানিয়ে পুরষ্কার ও সাওয়াব অর্জন করে নিন। যদি সন্তানদেরকে হাফেজ বা আলীম না ও বানান তাহলেও শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষন তো দিতে পারেন। আর না হলে এই বিষয় সমূহের দ্বারা কিয়ামতের দিন ফেঁসে গিয়ে অপমানিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ۞ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ۞ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৩৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net